বণিক বার্তা

২০১৮ সালের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ও কিছু সুপারিশ

ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম| ২১:১৫:০০ মিনিট, জানুয়ারি ২৮, ২০১৯

কিছুদিন আগেই ২০১৮ সাল শেষ হলো। কিছু অর্থে একটি বছরের সমাপ্তি ও একটি নতুন বছরের সূচনা মানুষের জীবনে তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে না। একটি বছরের সমাপ্তি ও আরেকটির শুরু একটি সাধারণ পরিবর্তন। যা-ই হোক, একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য হলো, নতুন বছরের শুরুতে মানুষ গত বছরের বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন এবং আগামী বছরের চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে, তার পর্যালোচনা করতে বসে। এ প্রবন্ধে দেশের অর্থনীতি নিয়ে সীমিত আলোচনা করব। জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং এর অন্তর্নিহিত নির্দেশকের ভিত্তিতে ২০১৮ সাল শেষে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দুই অংকের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে, তা পূরণে যেসব চ্যালেঞ্জের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, তা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস থাকবে।

২০১৯ সাল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মাত্র কিছুদিন আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হলো। ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বেই একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারে ১০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলেছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য, তবে অর্জন অসম্ভব নয়। বিশ্বে খুব বেশি দেশ নেই, যারা স্থিতিশীলভাবে ১০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। যে একমাত্র দেশ দুই দশকের বেশি সময় ধরে এটা করতে সমর্থ হয়েছে, সেটি হলো চীন। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চীনের প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির এগিয়ে চলা অব্যাহত রয়েছে। ২০০২-১০ সময়ের গড় ৫ দশমিক ৯ থেকে ২০১৬-১৮ সময়ে বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে। ধারণা করা যেতে পারে, যদি এ গতি অব্যাহত থাকে, তবে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন হবে না। এ প্রেক্ষাপটে এখানে বলা যেতে পারে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৭ থেকে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। এটি ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের সামনে বেশ বড় চ্যালেঞ্জকে নির্দেশ করছে।

প্রবৃদ্ধির দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মূলধন ও শ্রম। এদের সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

মূলধন

পুঁজি সংযোজন বিনিয়োগ থেকে আসে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে নির্দেশ করে যে, বিনিয়োগ/জিডিপি অনুপাত ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি হারের মধ্যে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সংযোগ রয়েছে। টেকনিক্যালি এ সম্পর্ক নির্দেশ করে ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল/আউটিপুট রেশিও (আইসিওআর)। ২০১৬-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের গড় আইসিওআর ছিল ৪ দশমিক ১৩। এটা বলছে যে, ১০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চাইলে জিডিপির ৪১ দশমিক ৩ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে। ২০১৮ অর্থবছরের ৩১ দশমিক ২৩ শতাংশের তুলনায় এটি ঢের বেশি। জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগের হার বিশাল আকারে বৃদ্ধি অবশ্যই একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এটি বিশেষভাবে কঠিন এজন্য যে, জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ একটি পুরো দশক ধরে কার্যত স্থবির হয়ে রয়েছে। ২০০৯ অর্থবছরের ২১ শতাংশ ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ অর্থবছরে হয়েছে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ।

এ আলোকে বলা যায়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যা নতুন সরকারকে মুখোমুখি হতে হবে, তা হলো কীভাবে বিনিয়োগের গতি বাড়ানো যায় এবং বিশেষ করে বেসরকারি বিনিয়োগ। বাংলাদেশে বেসরকারি খাত বিনিয়োগের অন্যতম বাধা হলো ভূমির সহজপ্রাপ্যতা। অন্যান্য বাধাগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি সরবরাহ (গ্যাস, বিদ্যুৎ), দুর্বল পরিবহন অবকাঠামো ও বন্দর ব্যবস্থা। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এসব সমস্যা সমাধানে। কিন্তু এসব প্রকল্প সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া দুঃখজনকভাবে শ্লথ। অন্যদিকে বেশকিছু নির্দেশককে আমরা সামাজিক অবকাঠামো বলতে পারি, যা বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোয় বাংলাদেশের অবস্থান খুব খারাপ। ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের ইজ অব ডুইং বিজনেস ইন্ডিকেটরে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৬তম, যা নির্দেশ করছে যে, ১৭৫টি দেশ অপেক্ষাকৃত ভালো করছে। এ নির্দেশক প্রস্তুত করা হয় ১১টি সাব-ইন্ডিকেটরের ভিত্তিতে: ব্যবসা শুরু, নির্মাণ পারমিট, বিদ্যুৎপ্রাপ্তি, সম্পত্তির নিবন্ধন, ঋণপ্রাপ্তি, সংখ্যালঘু শেয়ার ধারণকারীদের স্বার্থ রক্ষা, কর প্রদান, সীমান্ত ছাড়িয়ে ব্যবসা, চুক্তি কার্যকর, দেউলিয়াপনা সমাধান ও শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ।<="" script="" style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 18px; font-family: inherit; vertical-align: middle;">

পাঠকের মতামত